ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্নে কালক্ষেপণের নীতি ও তদন্ত কমিশনের কাজ

শেখর দত্ত

শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশের সহিংস-বর্বর হামলার ঘটনা ঘটার পর দিন 'পুলিশ প্রবেশ ও ছাত্রী গ্রেপ্তারের' বিষয় তদন্ত করার জন্য সরকার গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল যে কমিশনকে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। ইতিমধ্যে ১২ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, এবং সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ শুরু করলেও কমিশন আরো ১৫ দিন সময় বাড়ানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা চলে, এই সময় কমিশন পেয়ে যাবে। পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী সরকার এ ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে, তাই আরো সময় বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টাও হয়তো নেওয়া হতে পারে। রিপোর্ট পেশের পর সঙ্গে সঙ্গেই সরকার এ ক্ষেত্রে ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে বলে মনে হয় না। ধারণা করা চলে, সাতদিনেরটা সাত সপ্তাহে ও সম্পন্ন না হতে পারে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়ন-প্রকাশ ও পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, কমিশনের ভাগ্য কি অতীতকেই অনুসরণ করবে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরোক্ত ঘটনা ঘটার পর পরই আরো দুটো তদন্ত কমিশন- একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরটি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঠন করা হয়েছিল, এবং ইতিমধ্যে ঐ দুটো পটল তুলেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন বন্ধ। কবে তা খুলবে তার কোনো ঠিক নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভা সোমবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং ঐ সভায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকল কমিটি এবং ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে যথাশিগগির সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বলাই বাহুল্য, কতোদিনের মধ্যে উপরোক্ত সব কাজ সম্পন্ন করা যাবে তা ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীকে অবগত করানো হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে দাবি উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলে দেওয়ার। অবশ্য প্রথম থেকেই, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করার জন্য আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের দাবি ছিল এবং ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্যই যে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বভাবতই প্রশ্ন, এখনো তদন্ত কমিশনের সময়সীমা বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টিতে কালবিলম্ব করা হচ্ছে কেন? কেনই বা সরকার এ ব্যাপারে কালক্ষেপণ অথবা ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে? তদন্তকাজে সাক্ষ্য দিতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হবে জেনেও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হচ্ছে কেন?

একটা কথা নানাভাবেই প্রকাশিত হয়েছে যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে অথবা ঘটনাকে ঐ খাতে প্রবাহিত করার সরকারি প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি পত্রপত্রিকার খবরে প্রকাশ, শেষ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ঘোষণা দিলেও প্রধানমন্ত্রী এখন ঐ অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমানকে ছাত্রদল সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং খুব শিগগিরই ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রমের উপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হবে বলে জানা গেছে। যদিও এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো সময়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম বন্ধ ছিল না (হলগুলো ছাত্রদলের দখলে ছিল, আর বহিরাগত লুসি-শান্তারা তো হলে বহাল তবিয়তেই ছাত্রদল করেছে)। তবে দলীয় কোন্দল-দ্বন্দ্ব ও টেন্ডারবাজিসহ স্বার্থের সংঘাতে ছাত্রদলের কার্যক্রম ছত্রখান ও বেহাল অবস্থায় ছিল। ছাত্রদলের ঐ অবস্থায় শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র অভ্যুত্থানে সরকারি দলের টনক নড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এখন সরকারি দল গা ঝাড়া দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় ছাত্রদলকে সংগঠিত এবং ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। নিঃসন্দেহে নিজেদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সময় প্রয়োজন, আর এই সময় নেওয়ার জন্যই যে তদন্ত কমিশনের

সময় বাড়িয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় না খুলে দিয়ে কালক্ষেপণ ও ধীরে-চলো নীতি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ বলা যায়, প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র আন্দোলন স্তব্ধ করা, আর এখনো বন্ধ রাখার কারণ হচ্ছে সকল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিশেষত ছাত্রদলকে সর্বতোভাবে গুছিয়ে প্রস্তুত করে তোলা।

ইতিমধ্যে শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনসমূহের বিবৃতি থেকে জানা যায়, শামসুন্নাহার হলে বহিরাগত ও অবৈধদের হলে থাকার ব্যাপারে যেসব ছাত্রী প্রতিবাদ করেছিল, যেসব ছাত্রছাত্রী আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিতে ভূমিকা রেখেছে ছাত্রদলের ক্যাডার সন্ত্রাসীরা তাদের জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে। এমনকি তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিতে তাদের নানা উপায়ে বারণ করা হচ্ছে। শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট সুলতানা শফিকে পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হুমকি-ধামকির ধারায় যদি ছাত্রদলকে গুছিয়ে তোলা হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে বা পরে কি ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তা কি কল্পনা করা যায়! এই ধারার ভয়াবহ ও বিপজ্জনক পরিণতির দিক গুরুত্বের সঙ্গে খেয়াল রেখে সরকারি দলের নীতি-নির্ধারকরা অগ্রসর হবেন বলেই গণতন্ত্রকামী সচেতন মানুষ আশা করে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে শত্রু ভেবে অগ্রসর হওয়ার পরিণতি কিন্তু ছাত্রসমাজের শিক্ষাজীবনের জন্য হবে খুবই অমঙ্গলকর ও সর্বনাশা। দেশের ক্রমাবনতিশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সরকারি দল যদি উপরোক্ত ধারায় অগ্রসর হয় তাহলে দেশ-জাতি-জনগণের জন্য তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গত, পত্রপত্রিকায় যেসব হুমকি-ধামকির খবর উঠছে সে

> **জোট সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ গ্রিন সিগনাল ছাড়া কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি-প্রোক্টরদের নির্দেশে খোদ রাজধানী ঢাকায় সরকারের নাকের ডগায় সরকারি পুলিশ বাহিনী রাতে মহিলা হলে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে, তারপর পুরো এক সপ্তাহ ধরে ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করেছে, টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে তা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।**

ব্যাপারে কি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সজাগ? নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে হুমকি-ধামকি বন্ধ করার ব্যাপারে তদন্ত কমিশনের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাম্প্রতিক সময়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগ্নভাবে দ্রুততার সঙ্গে দখল ও করায়ত্ত করার যে নীতি সরকারি জোট কার্যকর করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল তারই পরিণতিতে শামসুন্নাহার হলের পূর্বাপর ঘটনা ঘটেছে। ইতিপূর্বে ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজে অনুরূপ ঘটনা প্রায় ঘটতে গিয়েছিল। জোট সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ গ্রিন সিগনাল ছাড়া কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি-প্রোক্টরদের নির্দেশে খোদ রাজধানী ঢাকায় সরকারের নাকের ডগায় সরকারি পুলিশ বাহিনী রাতে মহিলা হলে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে, তারপর পুরো এক সপ্তাহ ধরে ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করেছে, টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে তা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অর্থাৎ স্বৈরাচারী কায়দায় রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস চালিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্ট করা হয়েছিল এবং যার জের এখনো চলছে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী সরকারি নীতি ও পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোট সরকারের চাবি দেওয়া কলের পুতুলের ভূমিকা নিয়েছে মাত্র। একথা কারোরই অজানা নয় যে, নীতি বাস্তবে কার্যকর করতে 'বাবু'র চেয়ে 'পারিষদ'বর্গের ভূমিকাই সদাসর্বদা বেশি থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, তদন্ত কমিশন কি কেবল টেকনিক্যালি দেখবে ঐ সময়ে উপস্থিত কে নির্দেশ দিলো, আর কার নির্দেশে পুলিশ ঢুকলো ইত্যাদি। নাকি এতদসংক্রান্ত সরকারি নীতি ও পদক্ষেপ বিচার-বিবেচনায় ও তদন্তের আওতায় নেবে? প্রশ্ন এজন্যই করা হলো যে খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সতর্কতার সঙ্গে সুকৌশলে জোট সরকারের সঙ্গে এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটা পার্থক্যরেখা টানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, মুখে কার্যত কুলুপ এঁটে স্বৈরাচারী কায়দায় রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস চালিয়েও যখন সরকারি প্রচেষ্টা আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়, তখনই তিন মন্ত্রীর আহ্বানে প্রধানমন্ত্রী যেন হঠাৎ করেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সরকার এবং সরকারি দল ও জোট ধোয়া তুলসি পাতা আর যতো দোষ নন্দ ঘোষ উপাচার্য-প্রক্টরের- এই মতামতই কিন্তু খুবই কৌশলে সামনে আনা হচ্ছে। এমনকি সাবেক প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফি, যিনি ঘটনার আগে একমাস বিদেশে ছিলেন এবং এসে দেখেন প্রভোস্ট অফিসে তালা ঝুলছে, অবমাননাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেই সর্বজনপ্রিয় প্রভোস্টকে পর্যন্ত দোষের ভাগীদার করার অপচেষ্টা চলছে। সরকারি নীতি-পদক্ষেপ নয়, ঘটনার জন্য দায়ী ছাত্র রাজনীতি এটাও সামনে আনা হচ্ছে। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে যদি সরকারি নীতি ও পদক্ষেপগুলো বিবেচনায় নিয়ে তদন্ত করে, তবে সত্যিকার অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ ও দলীয় স্বার্থরক্ষার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ইতিবাচক অগ্রগতি হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই আজ শামসুন্নাহার হলের ঘটনার গভীরে গিয়ে পূর্বাপর সরকারী নীতি ও পদক্ষেপের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে বলতে হয়, উপাচার্য ও প্রোক্টরের পদত্যাগের ভিতর দিয়ে দলমত নির্বিশেষে ছাত্রছাত্রীদের অবিস্মরণীয় ছাত্র আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হয়েছে সত্য। কি উপাচার্যের পদত্যাগ ছিল ছাত্র আন্দোলনের দফা দাবির একটি মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় অবি খুলে দেওয়া, ছাত্রছাত্রীদের মামলা প্রত্যাহার, প্রবেশ ও পরের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের হলগুলোকে বহিরাগতমুক্ত করাসহ অন্যান্য দ ছাত্রসমাজের আন্দোলন এখনো অব্যাহত রে শিক্ষক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীসহ জনগণ আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছে। কোনো কালক্ষেপণ অথবা ধীরে চলো নীতি না নিয়ে দ্রুত এসব দাবি মেনে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা খুলে দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হোক- এটা আজ দেশবাসীর কামনা।

০৬.০৮.২০০২

শেখর দত্ত : রাজনীতিক।